চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা, চট্টগ্রাম

মোবাইল: ০১৮১৯-৯৩০৪৮৮

তারিখ: ১৯.১২.২০২৪

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

চট্টগ্রামের উন্নয়ন নিশ্চিতে গৃহকর দিন: মেয়র ডা. শাহাদাত

চট্টগ্রামের উন্নয়ন ব্যয় নির্বাহে স্বনির্ভরতা গড়তে নাগরিকদের গৃহকর দেয়ার আহবান জানিয়েছেন চট্টগ্রাম সিটি মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। বৃহস্পতিবার টাইগারপাসস্থ চসিক কার্যালয়ে রাজস্ব বিভাগের ১, ৭ ও ৮ নং সার্কেল এর ওয়ার্ড/মহল্লা সমূহের বিপরীতে 'পি' ফরমে প্রাপ্ত আপত্তি সমূহ নিস্পত্তির লক্ষ্যে গঠিত রিভিউ বোর্ড এর শুনানিতে এ আহবান জানান তিনি। মেয়র বলেন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন যে রাজস্ব আদায় করে তা দিয়ে নগরীর সড়ক সংস্কার থেকে নগরীর পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিতসহ বিভিন্ন সেবামূলক খাতে ব্যয় করা হয়। এছাড়া এই রাজস্ব দিয়ে ৮২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৫৬টা স্বাস্থ্যকেন্দ্রসহ অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয়। এজন্য চট্টগ্রামের উন্নয়ন ব্যয় নির্বাহে স্বনির্ভরতা গড়তে নাগরিকদের গৃহকর দেয়ার আহবান জানাচ্ছি।"নাগরিকদের রাজস্ব প্রদানে যাতে কোন সমস্যার সম্মুখীন হতে না হয় সেজন্য রিভিউবোর্ড বসিয়ে নাগরিকদের রাজস্ব যৌক্তিককরণ করা হয়েছে। তবে, ধনী শ্রেণীর অনেকেই রাজস্ব ফাঁকি দিতে চান। প্রভাব খাটিয়ে রাজস্ব ফাঁকি দেয়ার চেষ্টা করলে তা কঠোরভাবে দমন করব।"

রাজস্ব বিভাগের কর্মীদের উদ্দেশ্যে মেয়র বলেন, প্রভাবশালীদের কোন চাপে রাজস্ব আদায় বন্ধ করবেননা। রাজস্ব আদায় ঠেকাতে কেউ চাপ দিলে তিনি যত প্রভাবশালীই হোননা কেন আমি তা গ্রাহ্য করবনা। আপনারা আইনের মধ্যে থেকে কাজ করলে কোন প্রভাবশালী ব্যক্তি আপনাদের কোন ক্ষতি করার চেষ্টা করলে আমি আপনাদের পাশে থেকে তা ঠেকাব। আপনারা আইন অনুসরণ করে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি করে চট্টগ্রামের উন্নয়নে ভূমিকা রাখুন।রিভিউ বোর্ডে ১ নং সার্কেলের ৩৪ জনের, ৭ নং সার্কেলের ৭০ টি এবং ৮ নং সার্কেলের ৩৫ জনের আপিল শুনানি হয়। রিভিউ বোর্ডে চসিক সচিব মোহাম্মদ আশরাফুল আমিনসহ রিভিউ বোর্ডের সদস্যবৃন্দ এবং রাজস্ব বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

শিশুদের মনোবিকাশে প্রয়োজন নৈতিক শিক্ষা : মেয়র শাহাদাত

নৈতিক শিক্ষা শিশুদের মনোবিকাশ ঘটিয়ে তাদের প্রকৃত মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষে পরিণত করে বিধায় স্কুল পর্যায়েই শিশুদের নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করা প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেছেন চট্টগ্রাম সিটি মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন।বৃহস্পতিবার পাঁচলাইশস্থ আল রাওয়া ইংলিশ স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ২০২৪ এ স্কুল প্রাঙ্গণে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ মন্তব্য করেন তিনি। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মেয়র শাহাদাত হোসেন বলেন, আজকের শিশুরাই আগামীতে জাতিকে নেতৃত্ব দিবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি প্রতিটি পরিবারকেও ভুমিকা রাখতে হবে একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি নৈতিক শিক্ষা নিশ্চিতের বিষয়ে। কারণ নৈতিক শিক্ষা শিশুদের মনোবিকাশ ঘটিয়ে তাদের প্রকৃত মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষে পরিণত করে।

নৈতিক শিক্ষার উপর জোরারোপ করে মেয়র বলেন, আমরা মৌলিক শিক্ষা নৈতিক শিক্ষার উপর কিন্তু অতটা জোর দিচ্ছি না। একজন মানুষ একজন ভালো ডাক্তার হয়তোবা হতে পারে পড়াশোনা করে। কিন্তু ভালো ডাক্তার হয়ে যদি আমি বিনামূল্যে একটা গরীব রোগীকে চিকিৎসা না করি সেক্ষেত্রে আমার ভালো ডাক্তারের আর কোন মূল্যায়ন থাকে না। ঠিক তেমনি প্রতিটি প্রফেশনে আমি যদি মানবতাটা দেখাতে না পারি তাহলে কিন্তু সেটার কোন দাম থাকে না। এই শিক্ষাটাই আপনারা দিতে চেষ্টা করবেন যাতে শিক্ষার্থীরা সে মানুষের মত মানুষ হতে পারে।"বাংলাদেশকে আজকে একটি উচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার পাশাপাশি আমাদের নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। আজকের ছাত্র-ছাত্রী একদিন এদেশের কর্ণধার হবে, একদিন তারা বিচারক হবে বিচার করতে গিয়ে যদি কোন নিরীহ লোক যদি হয়রানির শিকার হয় তাহলে ওই শিক্ষার আর কোন দাম থাকবে না। পুঁথিগত বিদ্যার চাইতে নৈতিক শিক্ষায় সবাইকে শিক্ষিত হতে হবে কারণ পুঁথিগত বিদ্যা আর পর হস্তে ধন নহে বিদ্যা নহে ধন হলে প্রয়োজন। নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। তাহলেই আমরা একদিন দুর্নীতিমুক্ত, সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গড়তে পারবো।"পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে ছাত্রদের প্রশিক্ষণ দিতে শিক্ষকদের ভূমিকা প্রত্যাশা করে মেয়র বলেন, আমি যেটার উপর জোর দিব সেটা হচ্ছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা। পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ। আপনারা ছাত্রদেরকে হয়তোবা এভাবে আপনারা সেটা শিখাতে পারেন সবাইকে একটা চকলেট দিতে পারেন, চকলেটের কাভারটা ছেলেরা কোথায় ফেলছে তা পরিলক্ষণ করলেন। কাভারটা সে নিচে ফেলল না, ডাস্টবিনে ফেলল। যারা ডাস্টবিনে ফেলেছে তাদেরকে একটা শ্রেণী। আর যারা ডাস্টবিনে ফেলল না তাদেরকে আরেকটা শ্রেণী তৈরি করবেন। এবং তাদেরকে ওভাবে শিক্ষা দিতে হবে যেন সে পরবর্তীতে যাতে সেটা ডাস্টবিন ব্যবহার করে।

শিশুদের আনন্দময় শৈশব উপহার দিতে প্রতিটি ওয়ার্ডে খেলার মাঠ ও শিশুপার্ক গড়ার ঘোষণা দিয়ে মেয়র বলেন, আমার ইচ্ছা নগরীর ৪১ টি ওয়ার্ডেই খেলার মাঠ, ওয়াকিং স্পেস ও শিশুপার্ক গড়ে তুলব।খেলার মাঠ উন্নয়নের মাধ্যমে আমরা শিশুদের শরীর চর্চার সুযোগ দিতে চাই, যা তাদের মানসিক ও শারীরিক সুস্থতার জন্য অপরিহার্য।
স্কুলের প্রিন্সিপাল নিশাত কাদেরী'র সভাপতিত্বে এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর ডক্টর চৌধুরী মোহাম্মদ মনিরুল হাসান, ডাঃ নুরুল আমীন, ডাঃ মোহাম্মদ আবদুল্লা খান, মোঃ আবু তাহের, মোসলেম উদ্দিন প্রমুখ।

নাগরিক অধিকার সুরক্ষায় চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন ও ক্যাব একযোগে কাজ করবে-সিটি মেয়র ডাঃ শাহাদাত

চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র ডাঃ শাহাদত হোসেন বলেছেন চট্টগ্রাম শহরটি ৭০ লক্ষ জনগণের শহর। সেকারনে নগরের পরিচ্ছনতা, প্লাস্টিক ও যানজটসহ সকল সমস্যা নিরসনে জনগন ও সিটি করপোরেশনকে এক যোগে কাজ করতে হবে। ভোক্তাদের প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে ক্যাব নাগরিক সমস্যাগুলো সমাধানে সদা সচেষ্ট আছে, সেজন্য ক্যাব নেতৃবৃন্দের প্রতি নগরবাসীর আস্থা ও প্রত্যাশা অনেক বেশি। তিনি ক্যাব এর ১৬ দফা দাবিগুলো বাস্তবায়নে সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে সকল প্রকার সহায়তা ও সমর্থনের আশ্বাস দেন।বৃহস্পতিবার নগরীর টাইগারপাস্থ সিটি করপোরেশন মিলনায়তনে কনজ্যুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ(ক্যাব) চট্টগ্রাম নগর ও বিভাগীয় কমিটির নেতৃবৃন্দের সাথে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় সিটি মেয়র ডাঃ শাহাদত হোসেন উপরোক্ত মন্তব্য করেন।মতবিনিময় সভায় ক্যাব কেন্দ্রীয় কমিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট এস এম নাজের হোসাইনের নেতৃত্বে অন্যান্যদের মধ্যে ক্যাব চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিটির সাধারন সম্পাদক কাজী ইকবাল বাহার ছাবেরী, মহানগর সভাপতি জেসমিন সুলতানা পারু, বিভাগীয় সহ-সভাপতি সাংবাদিক এম নাসিরুল হক, মহানগরের সাংগঠনিক সম্পাদক জান্নাতুল ফেরদৌস, মহানগরের যুগ্ম সম্পাদক মোঃ সেলিম জাহাঙ্গীর, আবু মোশারফ রাসেল, চান্দগাও থানা সভাপতি মোহাম্মদ জানে আলম, সাধারন সম্পাদক ইসমাইল ফারুকী, সদরঘাট থানা সভাপতি মোহাম্মদ শাহীন চৌধুরী, পাঁচলাাইশ থানা সভাপতি সায়মা হক, পশ্চিম ষোলশহর ওয়ার্ড সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা হুমায়ুন কবির, আবদুল আওয়াল, হাটহাজারী উপজেলার লায়লা ইয়াছমিন, ক্যাব যুব গ্রুপ চট্টগ্রাম মহানগরের সভাপতি আবু হানিফ নোমান, যুগ্ম সম্পাদক রাসেল উদ্দীন, প্রচার সম্পাদক ইমদাদুল ইসলাম, ক্যাব সদস্য এম এ হোসাইন, সাজ্জাদ উদ্দীন, ফয়সল আবদুল্লাহ আদনান, নাজিম উদ্দীন চৌধুরী অ্যানেল, ক্যাব জামালখানের হেলাল চৌধুরী, ক্যাব বোয়ালখালীর উপদেষ্ঠা নুর মোহাম্মদ চেয়ারম্যান, ক্যাব বায়েজিদের নাসিমা আলম, ক্যাব চট্টগ্রাম দক্ষিন জেলার সাধারন সম্পাদক অধ্যাপক শাহনেওয়াজ আলী মির্জা, সাংবাদিক ওসমান জাহাঙ্গীর প্রমুখ এ উপস্থিত ছিলেন।

সিটি মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, এই শহর শুধু মেয়র শাহাদাতের একার নয়, এটি আমাদের সবার। তাই এই শহরের সৌন্দর্য্য রক্ষায় সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে। ক্যাব এর পক্ষ থেকে নগরীর ১৭টি বাজার পরিদর্শন করে আগামি ১ সপ্তাহের মধ্যে করণীয় এবং প্রতিটি বাজারের সার্বিক তথ্য মনিটরিং করে মেয়রের কাছে প্রতিবেদন উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ জানান। নগরীর ৪১ টি ওয়ার্ডে সিএলসিসি কমিটিতে ক্যাব এর ১জন সদস্যকে সদস্য করা হবে বলে ঘোষনা দেন তিনি।ডাঃ শাহাদত আরও বলেন, পলিথিন ও প্লাস্টিকের বিরুদ্ধে কঠোর সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার বিকল্প নাই। আর এরকারণে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হচ্ছে। পাশাপাশি, নির্দিষ্ঠ বাজারের বাইরে ফুটপাতের হকার্স ও ভাসমান বিক্রেতাদের কারণে সৃষ্ট যানজট নিরসনে জনমত গড়ে তুলতে সিটি করপোরেশনকে সহায়তা প্রদানের অনুরোধ করেন। তিনি স্থানীয় চাঁদাবাজদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেবেন বলে আশ্বাস প্রদান করে জনগণের সেবায় নিজেকে নিবেদিত করার প্রত্যয় পুনরায় ব্যক্ত করেন। সিটি করপোরেশনের কাছ থেকে সেবা পেতে ভোগান্তি পেলে সরাসরি মেয়রের নজরে আনার আহবান জানান তিনি।

সিটি মেয়র ডাঃ শাহাদত নালা-নর্দমা পরিষ্কার, অবৈধ স্থাপনা, হকার্স উচ্ছেদে সিটি করপোরেশন কাজ করছে এবং এ কার্যক্রম আরও জোরদার করা হবে বলে জানান। যে কোন অনৈতিক কাজ ও অন্যায়ের প্রতিবাদে সকলকে একযোগে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহবান জানিয়ে বলেন, সকলের সম্মিলিত প্রতিরোধেই সমাজ থেকে অন্যায় ও অনিয়ম বন্ধ হবে। মানসম্মত শিক্ষার নিশ্চিতে একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি নৈতিক শিক্ষা ও খেলাধুলার প্রতি গুরুত্বারোপ করে প্রতিটি ওয়ার্ডে একটি করে খেলার মাঠ নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করার আশ্বাস দেন।

আসন্ন পবিত্র মাহে রমজানে নিত্যপণ্যের দাম সহনীয় রাখতে ব্যবসায়ী ও প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে যৌথভাবে সভা করে করণীয় নির্ধারন করা হবে বলে আশ্বাস দেন মেয়র। একই সাথে নগরীর বাজারগুলির মনিটরিং এর তৎপরতা আরও জোরদার করা এবং ক্যাবকে এ কাজে আরও বেশি সম্পৃক্ত করা হবে বলে জানান তিনি। আলোচনা শেষে চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনকে ক্লিন, গ্রীণ ও হেলদি নগরীতে রূপান্তরে ক্যাব থেকে ১৬ দফা প্রস্তাবনা মেয়রের হাতে তুলে দেয়া হয়।

চসিকের ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা
ভেজাল বিরোধী অভিযানে ৩৫ হাজার টাকা জরিমানা

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট চৈতী সর্ববিদ্যা এর নেতৃত্বে বৃহস্পতিবার নগরীতে ভেজাল বিরোধী অভিযান পরিচালিত হয়। অভিযানে অস্বাস্থ্যকর নোংরা পরিবেশ খাদ্যপণ্য প্রস্তুত, মেয়াদবিহীন পণ্য রাখা ও মেয়াদবিহীন বিভিন্ন রাসায়নিক ব্যবহার

করার অপরাধে নগরের সদরঘাট থানাধীন পূর্ব মাদারবাড়ীস্থ সুস্বাদু বেকারীকে ২০ হাজার টাকা ও মিমহা বেকার্স এন্ড কনফেকশনারীকে ১০ হাজার টাকা এবং ফুটপাত- নালা দখল করে হোটেলের চুলা ও বিভিন্ন মালামাল রেখে চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার দায়ে খলিল হোটেলকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অভিযানকালে সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটকে সহায়তা প্রদান করেন।

স্বাক্ষরিত/-
(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০৪৮৮